দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..06.MAR..2016.....
পৃষ্ঠা ...১৭... কলাম...২... ......

লাইব্রেরিতে শিক্ষার্থীকে তালাবদ্ধ করে চলে গেলেন শিক্ষিকা!

নগরকান্দা (ফরিদপুর) সংবাদদাতা

নগরকান্দার ফুলসুতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালাবদ্ধ লাইব্রেরিতে প্রায় তিন ঘন্টা আটক থাকার পর আল-আমীন নামে ৩য় শ্রেণির এক ছাত্রকে উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার বিকালে স্কুল ছুটির পর দপ্তরি লুৎফর রহমান শ্রেণিকক্ষ ও লাইব্রেরি খোলা রেখে শিক্ষিকা নূরুন্নাহারের দায়িত্বে তালা খোলা রেখে চাবি নিয়ে চলে যায়। এসময় শিক্ষিকা নূরুন্নাহার শ্রেণিকক্ষে আল-আমীন ও আরো শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়াচ্ছিলেন। প্রাইভেট পড়ানো শেষ করে শিক্ষিকা নূরুন্নাহার চক-ডাস্টার রাখার জন্য আল-আমীনকে লাইব্রেরিতে পাঠান। আল-আমীন লাইব্রেরিতে থাকা অবস্থায়ই শিক্ষিকা নূরুন্নাহার লাইব্রেরি ও শ্রেণিকক্ষ তালাবদ্ধ করে চলে যান। স্কুল ছুটির পর ও প্রাইভেট শেষে আল-আমীন বাড়িতে না ফেরায় বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে। সন্ধ্যায় পথচারীরা তালাবদ্ধ লাইব্রেরির মধ্যে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে লোকজনকে অবহিত করলে এলাকাবাসী আল-আমীনকে উদ্ধার করে। উদ্ধারের পর আল-আমীনের শরীরে জ্বর থাকায় স্থানীয় ডাক্তারের চিকিৎসাশেষে তাকে বাড়িতে নেয়া হয়। পিতা সামাদ মাতুব্বর জানান, স্কুল

আলামীন

লাইব্রেরিতে আটকে থাকার কারণে তার ছেলে মারাত্মক ভয় পেয়েছে। সে এখনো স্বাভাবিক হতে পারেনি, কাউকে দেখলেই ভয় পাচ্ছে। এখনো তার শরীরে প্রচণ্ড জ্বর।

প্রধান শিক্ষিকা হাকিমুন্নাহার চৌধুরী বলেন, তেমন কিছুই ঘটেনি। ছাত্ররা দুষ্টামি করে আল-আমীনকে তালাবদ্ধ করে রাখে। ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এনায়েত হোসেন চৌধুরী বলেন, এমন ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে শিক্ষকদের বলা হয়েছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বজলুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় প্রধান শিক্ষককে শো-কজ করা হয়েছে।